এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

এপ্রিল ২০১৩

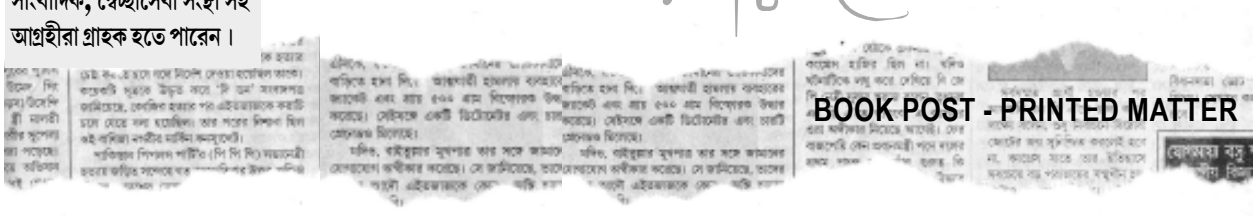

অসমতল

১৮/১৯০

জলবায়ু বদলের ফলে সমুদ্রতলের উচ্চতা সর্বত্র একরকম হচ্ছে না। হিমবাহর গলনের ফলে ২১০০ সালের ভেতরে সমুদ্রতল নিরক্ষবৃত্ত বরাবর ১৫০ শতাংশ বাড়বে, বাকি বিশ্বের থেকে যা সবচেয়ে বেশি। একইসময়ে মেরু অঞ্চলে সমুদ্রতল নেমে যাবে। এইসব খবর ছিল জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটার্সে।

অর্থময়

১৮/১৯১

বিশ্বজুড়ে পরিবেশ চেতনা এখন ২০ বছর পিছিয়ে। হালে ৩৩টা দেশ নিয়ে এক সমীক্ষা হয়। সমীক্ষার সময়সীমা ১৯৯৩-২০১০। সমীক্ষার বিষয় ছিল আটটি, যথা স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা, অপরাধ প্রবণতা, পরিবেশ, অভিবাসন, আর্থিক অবস্থা, সন্ত্রাস ও দারিদ্র। সমীক্ষায় পরিবেশরক্ষার বিষয়টি কোনো দেশের তালিকায় সবার আগে জায়গা পায়নি। বরং গড়ে বহু দেশেই আর্থিক অবস্থা ও স্বাস্থ্যরক্ষা সবার আগে এসেছে। এসব বলা হয়েছে গত ফেব্রুয়ারিতে কানাডার অটোয়ায় পরিবেশ বিষয়ক এক কর্মশালায়।

উড়ে এসে...

১৮/১৯২

গুজরাটে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিবেশে প্রভাবের মূল্যায়ন নিয়ে তর্ক। এই কেন্দ্র হওয়ার কথা সৌরাষ্ট্রের মিঠিভিরধিতে। এর পরিবেশে প্রভাবের মূল্যায়ন করেছে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া লিমিটেড। পরিবেশবিদ ও পরিবেশকর্মীরা এই মূল্যায়নের বিরুদ্ধে। তারা বলছে, এই সংস্থা এই কাজের জন্য স্বীকৃত নয়। বলছে এই মূল্যায়নে নাকি অনেক ফাঁক। তারা দাবি করেছে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া লিমিটেডের প্রতিবেদন,এক স্বাধীন বিশেষজ্ঞ সমিতি দিয়ে পরখ করানো হোক।

হরিণ ?

১৮/১৯৩

আমেরিকায় হরিণের ধাক্কায় প্রতিবছর ১৪০০০-র বেশি গাড়ির ক্ষতি হয়, ৪৫০-এর মতো মানুষ আহত হয়। ওদেশে হরিণের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে, কারণ ওখানে হরিণ শিকারি প্রাণী প্রায় নেই। ওখানে হরিণের সংখ্যা ১.৫ মিলিয়নের বেশি, শিকারি প্রাণী ২০ শতাংশ। কিন্তু দরকার ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ।

আবার প্রবাল ?

১৮/১৯৪

পক প্রণালীর প্রবাল দ্বীপ ধ্বংস হচ্ছে। দ্বীপে প্রবালের স্থান নিয়েছে নুড়ি পাথর, শ্যাওলা ইত্যাদি। এসব বেরিয়ে এসেছে জুলজিক্যাল সার্ভের এক সমীক্ষায়। এই প্রতিবেদন দশ বছর ব্যাপী এক সমীক্ষার।

গুজরাটেও

১৮/১৯৫

ভূজল রক্ষা নিয়ে গুজরাটে বিল এল। নাম ইরিগেশন অ্যান্ড ড্রেনেজ বিল ২০১৩। এই বিল অনুমোদিত হলে ৪৫ মিটারের বেশি নীচ থেকে জল তুলতে কৃষককে অনুমতি নিতে হবে। বিল অনুমোদিত হলে গুজরাটের সব কৃষককে তাদের সেচের উৎস জানাতে হবে। বিলে প্রতিটি খাল ধরে ধরে আধিকারিক নিয়োগের কথা বলা হয়ছে। যারা কৃষকের সেচের ওপর নজরদারি করবে। বিলে কোনোরকম কুয়ো খুঁড়তেও বাধ্যতামূলক অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

মিষ্টি নয়

১৮/১৯৬

আখচাষের জন্য মহারাষ্ট্র শুকোচ্ছে। এই চাষের জন্য মহারাষ্ট্রে কুয়ো খোঁড়া হচ্ছে। ভূজল তোলা হচ্ছে। মহারাষ্ট্রের মোট জমির ছয় শতাংশে আখচাষ হয়। আখচাষ ওখানে সমস্ত বাঁধের, জলাধারের জল নিয়ে নিচ্ছে। সিঞ্চন সহযোগ বলে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সরকারি মৃৎসমীক্ষা ও ভূমি ব্যবহার ব্যুরো বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছে। সরকার কিছু করেনি। কারণ চিনিকলগুলোর সঙ্গে আছে রাজ্যের প্রভাবশালী মহল।

দয়ামনি লং লিভস

১৮/১৯৭

ঝাড়খন্ডের দয়ামনি বারলার লড়াই চলছে। এবারের লড়াই নাগরিতে। নাগরি রাঁচি থেকে ১৫ কিলোমিটার। নাগরিতে লড়াই ২২৭ একর কৃষিজমি নিয়ে। এই জমি সরকার বাড়ি বানাতে দিয়েছে দিয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ স্টাডি অ্যান্ড রিসার্চ ইন ল কে। এই তিন প্রতিষ্ঠানের বাড়ি হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ১২৮টি পরিবার। পরিবারগুলি এই জমি চাষ করে।

আসামে জলসংরক্ষণ

১৮/১৯৮

আসামে আদর্শ জলসংরক্ষণ। এই জলসংরক্ষণ হচ্ছে ভারত ভুটান সীমান্তের নামোনি আসামে। নামনি আসামে তীব্র খরা। এই সংরক্ষণ পদ্ধতির নাম ডং। এই ডং আসলে খাল। নদীতে বাঁধ দিয়ে সেখান থেকে এই ডং দিয়ে জল সরাসরি আসে চাষজমি ও বাড়ির পুকুরে। ফলে জলের ঠিক ব্যবহার ও জন নষ্ট কম হয়। এজন্য কমিটি আছে। প্রতি গ্রামে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কয়েক ঘণ্টা করে এক একটা ডং খোলা হয়। ফলে সব গ্রামে জল পায়।

বি রাগি

১৮/১৯৯

কর্ণাটকে পাভগড়া তালুকে রাগি চাষ প্রায় শেষের দিকে। এখানে রাগি চাষ হত। এখন চাষ হয় ধান - বাদাম ইত্যাদি বাণিজ্য ফসল। এই বদল গত ১৫ বছরে।

আনন্দ সংবাদ

১৮/২০০

আখ গাছের পাতা থেকে জ্বালানি। জ্বালানি বানিয়েছেন আনন্দ কার্ভে। আনন্দ কার্ভে একজন বিজ্ঞানী। কার্ভে এরজন্য পুরস্কার পেয়েছেন। কার্ভে আখের পাতা পুড়িয়ে গুল বানিয়েছে। আখের পাতা কোনো কাজে লাগে না। খালি পুড়িয়ে দিতে হয়। আখপাতার পরিমাণও বিপুল। এই জ্বালানি তৈরিতে তার সদ্ব্যবহার।

পালাচ্ছে ?

১৮/২০১

২০১০ সাল অব্দি এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে উচ্ছেদ হয়েছে ৩০ মিলিয়নের বেশি মানুষ, এই অঞ্চল জলবায়ু বদলের জন্য সবচেয়ে উপদ্রুত। এখানকার জনঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি। এই অঞ্চল থেকে বহু মানুষ জীবিকার জন্য গ্রাম ছাড়ে। এশিয়া ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্কের হিসেব এসব জানাচ্ছে।

বামাকণ্ঠ

১৮/২০২

ওড়িশায় মহিলা উদ্যোগে গ্রাম পঞ্চায়েত। মহিলা পঞ্চায়েত পয়ধানের উদেঞাগে চেক ড্যাম। এসব ঘটছে লখিমপুর গ্রামে, আর

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

উদয়গির গ্রাম পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েত প্রধানের নাম প্রেমলতা রায়তা। রায়তা ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পেও নানা উদ্যোগ নিচ্ছেন। রায়তা এর ভেতর তাঁর সাফল্যের জন্য সরকার থেকে পুরস্কারও পেয়েছেন।

১২৩৩ দুঃসংবাদ

১৮/২০৩

কর্ণাটকের রায়চুড়ে শিশুর অপুষ্টিতে মৃত্যু। এই শিশুর একজনের বয়স দুই ও একজনের চার। কর্ণাটকের ছয় বছর অব্দি শিশুদের পাঁচ শতাংশ অপুষ্টিতে ভোগে। গত দুই বছরে কর্ণটকে অপুষ্টিতে মারা গেছে ১২৩৩ জন। আর ৪৫৩১ জন শিশু এখন অপুষ্টির জন্য মৃত্যু মুখে। সরকার তরফেও এই অপুষ্টির কথা স্বীকার করা হয়েছে।

লেডিজ ফার্স্ট ?

১৮/২০৪

পশ্চিমবঙ্গে নারী জনসংখ্যা বাড়ছে। এমন বলছে ২০১১ জনগণনা নথি। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৪.৯ শতাংশ। জেলার নিরিখে এই বৃদ্ধি বেশি দার্জিলিঙে। দার্জিলিঙে প্রতি ১০০০ জন পুরুষ পিছু মহিলা সংখ্যা ৯৭০ জন। এর পরেই আছে একে একে পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলী, মুর্শিদাবাদ ও পুরুলিয়ায় স্থান। আর মহিলা সংখ্যায় সবচেয়ে পেছিয়ে নাকি কলকাতা।

রি ভার ?

১৮/২০৫

বাগ নদীতে আবর্জনার পাহাড়। বাগ নদী গোয়ায়। বাগ মিলেছে আরব সাগরে। বাগ মোহনা দর্শনীয়। তাই ওখানে ঢালাও হোটেল। এই হোটেল থেকেই আবর্জনা। ওখানে এখন আবর্জনা শোধন কেন্দ্র হবে। বানাবে ওখানকার কালাঙ্গুট পঞ্চায়েত। এই কেন্দ্রে নাকি ওই হোটেলের বাহিত জলের শোধন হবে। তারপর সেই জল নদীতে যাবে। তবে বাগ নদীর জীবজগতের সুরক্ষা নিয়ে যদিও কোনো চিন্তা নেই।

সত্যি !

১৮/২০৬

গোয়ার খনি অঞ্চলে দূষণ কমছে। কমছে গত সেপ্টেম্বর ২০১২ থেকে। ওখানে এখন দূষণমাত্রা অনুমোদিত সীমার নীচে। এই তথ্য এসেছে গোয়া দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সমীক্ষা থেকে। আর তথ্য পেশ করেছেন গোয়ার পরিবেশ মন্ত্রী এলিনা সালদানহা।

সমী রণণ

১৮/২০৭

বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়াতে বায়ু দুষণ চার নম্বর কারণ। ২০১০-এ ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ার প্রতি ঘরবাড়ির বায়ু দূষণ ছিল রোগভোগের সেরা কারণ। আর এই সময়ে আফ্রিকার পূর্ব মধ্য ও পশ্চিমের নিম্ন সাহারায় এই ঝুঁকির সম্ভাবনায় দ্বিতীয় ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ছিল তৃতীয় স্থানে। এরজন্য সমীক্ষা করেছে ৫০দেশের ৪৮৮ গবেষক। গবেষণা ফল বেরিয়েছে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ হেলথ মেট্রিক্স অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন থেকে। সমীক্ষা প্রকল্পের নাম গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ স্টাডি।

গরু দান...

১৮/২০৮

জলরক্ষাবর্ষ ২০১৩ তে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিবেশ কার্যক্রমের সঙ্গে কোকাকোলা ২ মিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্যের এক উদ্যোগ নিল। এই উদ্যোগের নাম এভরি ড্রপ ম্যাটারস।এই উদ্যোগ থেকে স্থানীয়ভাবে সকলের কাছে জল পৌঁছোনো, জলের মান বাড়ানো, জল ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু বদল মোকবিলা ইত্যাদির জন্য জনগোষ্ঠীকে অর্থ সাহায্য দেবে।

সোনালি নয়

১৮/২০৯

চিলিতে সোনার খনি করা নিষিদ্ধ হল। এই ফরমান দিল চিলি আদালত। এই খনি চিলি-আর্জেন্টিনার বিশাল পাহাড় এলাকা জুড়ে। উদ্যোগের পেছনে ব্যারিক গোল্ড সোনা কোম্পানি। আদালত খনি নিষিদ্ধ করল স্থানীয় মানুষের রুজু করা মামলায়। স্থানীয় মানুষ বলেছে, এই খনি হলে ওখানের নদীর ক্ষতি হবে, কাছাকাছি হিমবাহ নষ্ট হবে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

জল বনাম বিদ্যুৎ

১৮/২১০

বহু বাঁধে গঙ্গা শুকোবে। গঙ্গা শুকোবে শীত মরশুমে। এই বহু বাঁধ উত্তরাখন্ডে। এই বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ হচ্ছে। এই বাঁধ থেকে বিদ্যুৎ তৈরির পদ্ধতিতে রদবদলের প্রস্তাব। প্রস্তাব গঙ্গায় শুকনো মরশুমে ৩০-৫০ শতাংশ জলের ব্যবস্থা করার। প্রস্তাব অন্য সময় গঙ্গায় ২৫ শতাংশ জলের প্রবাহ রাখার। এইসব প্রস্তাবের প্রস্তাবক কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তঃমন্ত্রক সমিতি।

রাজপূত বাঘ

১৮/২১১

রাজস্থানে তৃতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র হচ্ছে। এই কেন্দ্র হবে রাজ্যের মুকুন্দ্র পাহাড়ে। কেন্দ্রের আয়তন ৭৫৯ বর্গ কিলোমিটার। যার ভেতর ৪১৭ কিলোমিটার কোর ৩৪২.৮৩ অংশ বাফার। মুকুন্দ্রপুর পাহাড়ের সঙ্গে যোগ আছে রণথম্ভোরের।

রঙিন পেঁচা

১৮/২১২

২৫ জোড়া পেঁচার ছানাকে রং দিয়ে চিহ্নিত করে সমীক্ষা করা হবে। সমীক্ষা হবে ওই জাতের পেঁচার সংখ্যা, উপযুক্ত পরিবেশ ইত্যাদি নিয়ে। এইসব হবে মহারাষ্ট্রের মেলঘাট ও টোবা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রে ও রাজ্যের তোরানমালল ও নানর্দুবার জেলায়।

জার্মান প্রত্যয়

১৮/২১৩

ফোলক্সহ্বাগেন গাড়ি কোম্পানি পুনা কারখানায় কার্বন ডাই অক্সাইড কমিয়েছে ৬.৪ শতাংশ। শক্তি খরচ কমিয়েছে ৫.৫ শতাংশ। কোম্পানি জানিয়েছে ২০১৩-র ভেতরে পুনা কারখানায় জল খরচও দশ শতাংশ কমানো হবে। এই পুরো উদ্যোগটি কোম্পানির পরিবেশ রক্ষার 'থিঙ্ক ব্লু ফ্যাক্টরি' প্রকল্পের অংশ।

ন তু ন | ব ই

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

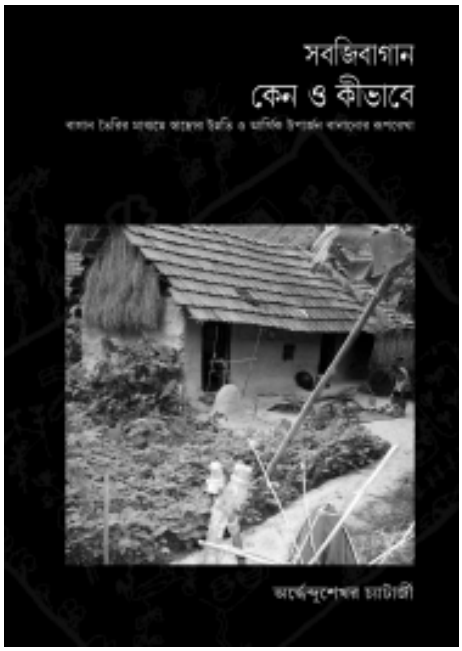

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা, ৪৫ পাতা, দাম ১৫ টাকা।

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, দূরভাষ | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু